ডিটেকটিভ উপন্যাস

হাসিতে রক্তের দাগ

প্রবোধ সিংহ

সম্পাদনা
সৌমিত্র বিশ্বাস

বুক ফার্ম

Hasite Rakter Daag
by
Prabodh Singh

ISBN : 978-81-941930-2-9

No part of this work can be reproduced in any form
without the written permission of the author and the publisher

© প্রবোধ সিংহ

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩
পরিমার্জিত 'বুক ফার্ম' সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৪

প্রচ্ছদ : অর্ক চক্রবর্তী
অলংকরণ: শুভম ভট্টাচার্য

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

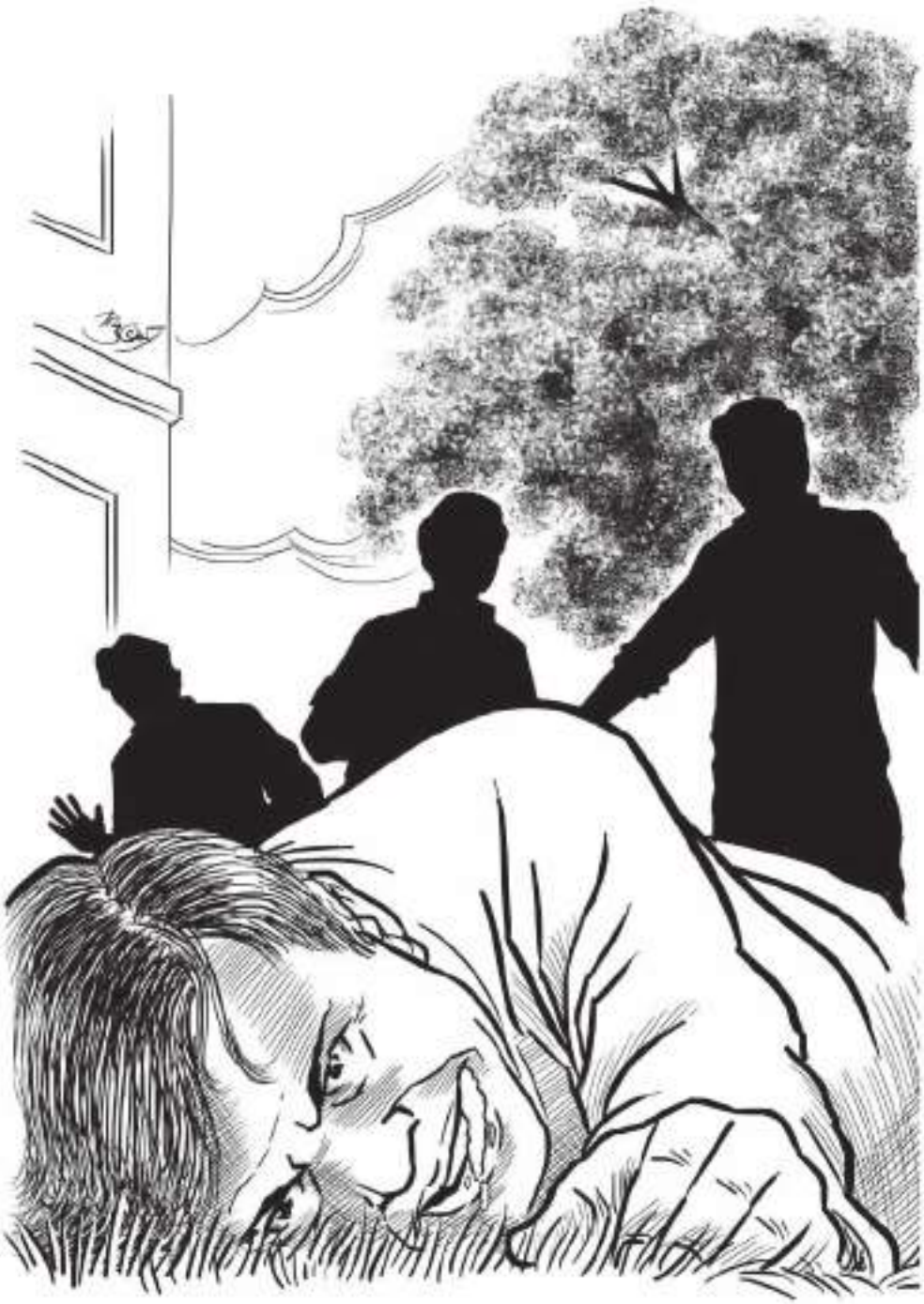

ওঁর অবস্থা দেখে ততক্ষণে আমরা সবাই হতভম্ব। লোকটাও ঘাবড়ে গিয়ে ভালুকের নাচ থামিয়ে দিয়েছে। তবু নিশিবাবুর হাসি থামে না।

ততক্ষণে রসময়বাবু বলছেন, 'নিশি, থামো, থামো, কী পাগলামি হচ্ছে।'

আলোকনাথ ছুটে গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে এসে মাথায় থাবড়াতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই নিশিবাবু এলিয়ে পড়লেন। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, কিছুক্ষণ

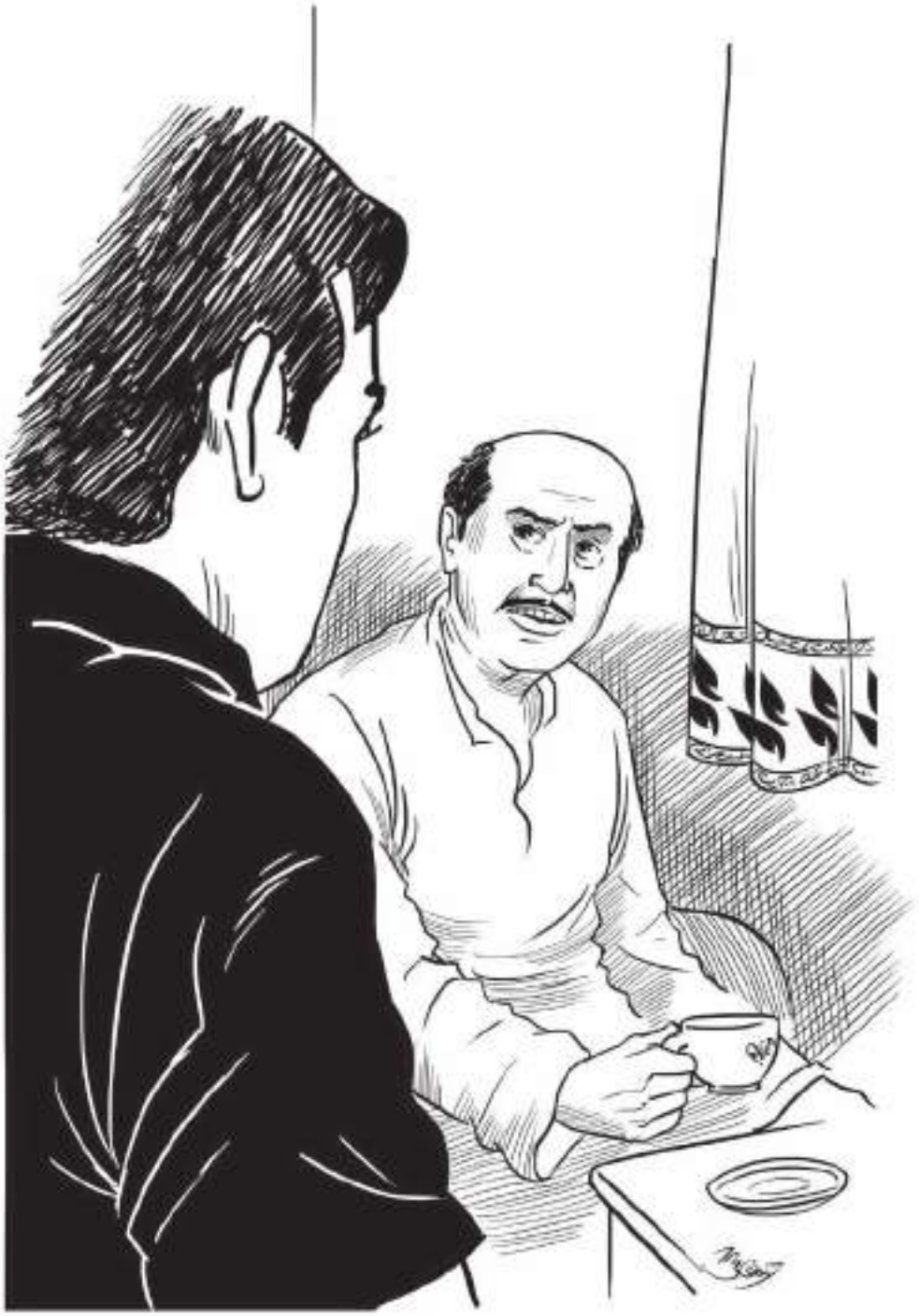

'ওরা জমিদার বংশ। বড়োলোকের ছেলে। এইটুকু জানি।'

"নিশিবাবু কাকে যেন বলেছিলেন– 'পুরোনো স্মৃতি কি ভোলা যায় না?' তাঁর এমন কোনও পুরোনো স্মৃতির কথা কি আপনি জানেন যেটা উনি ভুলে যেতে চেয়েছিলেন?"

রসময়বাবুর মুখে স্পষ্টই অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। কিন্তু সেটা যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করে বললেন, 'নিশি গাছপালা, পাহাড়-প্রকৃতি এইসব অসম্ভব

বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করল। এক লহমার জন্যে সাহেব মামার মুখটা অব্যক্ত, ভাষাহীন কোনও যন্ত্রণা এবং বেদনায় কুঁচকে বিকৃত হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই তাঁর বিশাল শরীরটা দুলে উঠল। যেন কোনও শেষ অবলম্বনের জন্যে তাঁর প্রসারিত হাতদুটো শূন্যে একবার পাক খেয়ে ফিরে এল।

সাহেব মামা সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করে উঠলেন। কান্নার দমকে তাঁর সমস্ত শরীরটা ফুলে ফুলে